মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড

(পেট্রোবাংলার একটি কোম্পানী)

মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড (এমজিএমসিএল)

এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড (পি.এফ)

বিধিমালা -২০১৬ ও ডিড অফ ট্রাষ্ট

কার্যকরের তারিখঃ ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৬

মধ্যপাড়া, পার্বতীপুর, দিনাজপুর।

(ভায়া-ফুলবাড়ী)

(গোপনীয়)

মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড

(পেট্রোবাংলার একটি কোম্পানী)
মধ্যপাড়া, পার্বতীপুর, দিনাজপুর।

০৬ সেপ্টেম্বর ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ/২৩ ভাদ্র ১৪২৩ বঙ্গাব্দ দুপুর ২.০০ ঘটিকায়
পেট্রোবাংলার বোর্ড রুমে অনুষ্ঠিত মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড
পরিচালনা পর্ষদের ১৮৭তম সভার কার্যবিবরণী।

০৬-০৯-২০১৬ তারিখ রোজ মঙ্গলবার মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড পরিচালনা পর্ষদের ১৮৭তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব ইসতিয়াক আহমদ, চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা ও চেয়ারম্যান, এমজিএমসিএল পরিচালনা পর্ষদ।

উপস্থিতি ঃ

পরিচালকবৃন্দ
ঃ ড. সৈয়দ ফারহাত আনোয়ার
অধ্যাপক, আই,বি,এ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

ঃ ড. মোহাঃ নিহাল উদ্দিন
মহাপরিচালক, জিএসবি, ঢাকা।

ঃ প্রকৌঃ মোঃ কামরুজ্জামান
প্রাক্তন পরিচালক (পিএসসি), পেট্রোবাংলা

ঃ জনাব মোঃ আমিনুজ্জামান
পরিচালক (পরিকল্পনা), পেট্রোবাংলা।

ঃ জনাব এ. এস. এম. মঞ্জুরুল কাদের
পরিচালক (উপ-সচিব), হাইড্রোকার্বন ইউনিট, ঢাকা।

ঃ প্রকৌ. মোঃ নওশাদ ইসলাম
ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড

সচিব
ঃ মোছাঃ ছালাতেয়ারা বেগম
সভায় উপস্থিত থেকে সভার কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ করেন।

দফা নম্বর ১৪৪২/১৮৭/২০১৬ বিষয় ঃ **"মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড (এমজিএমসিএল) এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড বিধিমালা, ২০১৬" অনুমোদন সংক্রান্ত।**

উপস্থাপন ঃ

১। মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড (এমজিএমসিএল)-এর প্রকল্পকালীন সময়ে সাবেক বিএমইডিসি'র পরিচালক মন্ডলীর ৫৫তম সভায় মধ্যপাড়া কঠিন শিলা খনি প্রকল্পে "প্রভিডেন্ট ফান্ড" স্কীম প্রবর্তনের জন্য উপস্থাপন করা হলে বোর্ড কর্তৃক নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয় ঃ

১। মধ্যপাড়া কঠিন শিলা খনি প্রকল্পে "প্রভিডেন্ট ফান্ড" স্কীমটি প্রবর্তনের প্রস্তাব অনুমোদন করা হইল।

২। উপরোক্ত স্কীমটি প্রকল্পে ১-৭-৮২ ইং তারিখ হইতে কার্যকরী হইবে।

৩। প্রকল্প কর্তৃক পেশকৃত খসড়া "প্রভিডেন্ট ফান্ড ট্রাষ্ট ডিড ও রুলসটি" ("ঙ" এনেক্সারে স্থাপিত) অনুমোদিত হইল।

৪। প্রকল্পের প্রভিডেন্ট ফান্ডের জন্য অনতিবিলম্বে একটি পৃথক ব্যাংক একাউন্ট খোলা হউক।

উপর্যুক্ত অনুমোদনের প্রেক্ষিতে ০১-০৭-১৯৮২ তারিখে হতে কার্যকর করে ১৯৮৮ সালে "মধ্যপাড়া কঠিন শিলা খনি প্রকল্প এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড ট্রাস্ট" গঠন করা হয় এবং "মধ্যপাড়া কঠিন শিলা খনি প্রকল্প এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড ট্রাস্ট" শিরোনামে পৃথক ব্যাংক হিসাব খোলা হয়, যা কর কমিশনার, কর অঞ্চল, রংপুর এর পত্র স্মারক নং-১ই ২১/২০০১-০২/১২৮৭, তারিখ ২২-০৮-২০০২ এর মাধ্যমে অনুমোদন/ স্বীকৃতি (Recognised) পায়।

২। মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড (এমজিএমসিএল) ১৯৯৮ সালে গঠন করা হলে মধ্যপাড়া কঠিন শিলা খনি প্রকল্পের সকল সম্পদ ও দায় এমজিএমসিএল-এর সম্পদ ও দায় হিসেবে অর্ন্তভূক্ত হয় এবং প্রকল্পটি এমজিএমসিএল-এর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। ২০০৫ সালে এমজিএমসিএল পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদন অনুযায়ী প্রকল্পের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ (পি.এফ. ট্রাস্টের সদস্য) এর চাকুরির ধারাবহিকতা ও জ্যৈষ্ঠতা বজায় রেখে এমজিএমসিএল-এ আত্মীকরণ করা হয়। বর্ণিত প্রেক্ষাপটে "মধ্যপাড়া কঠিন শিলা খনি প্রকল্প এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড ট্রাস্ট" এর ট্রাষ্টের নাম ও ডিড এন্ড রুলস-এর কয়েকটি ধারা পরিবর্তন/পরিবর্ধন/সংযোজন/বিয়োজন/সংশোধনসহ ব্যাংক হিসাব শিরোনাম পরিবর্তন করার প্রয়োজন হয়। গত ১৪-০৫-২০১৪ তারিখের ট্রাস্টের সাধারণ সভায় ট্রাষ্টের নাম "মধ্যপাড়া কঠিন শিলা খনি প্রকল্প এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড ট্রাস্ট" এর স্থলে "মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড (এমজিএমসিএল) এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড ট্রাস্ট" শিরোনামে পরিবর্তন করা এবং কোম্পানীর প্রেক্ষাপটে অন্যান্য কোম্পানীর ন্যায় একটি যুগোপযোগী ও কর আইনের সাথে সাঞ্জস্য রেখে খসড়া বিধিমালা প্রণয়ন করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

৩। "মধ্যপাড়া কঠিন শিলা খনি প্রকল্প এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড ট্রাস্ট" এর বিধি-১৪ অনুযায়ী ডিড এন্ড রুলস্ এর কোন ধারা পরিবর্তন/পরিবর্ধন/সংযোজন/বিয়োজন/সংশোধন করার পূর্বে কর কমিশনারের সম্মতি/অনুমোদন গ্রহণ করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। ট্রাষ্টের সাধারণন সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কমিশনার, সদর দপ্তর (প্রশাসন), কর অঞ্চল, রংপুর বরাবর পত্র সূত্র নং শিলা/হিসাব-১.২২/৭৮৩ তারিখ ঃ ১২-০৬-২০১৪ এর মাধ্যমে পি.এফ. ট্রাস্ট এর শিরোনাম ও সংশ্লিষ্ঠ ধারাসমূহ পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের অনুমোদন চাওয়া হলে তাদের ১৪-০৭-২০১৪ তারিখের পত্র নথি নং-১ই-২১(১)/কঃঅঃরং/২০১৪-২০১৫/২৯ এর মাধ্যমে জানান হয় যে, মধ্যপাড়া কঠিন শিলা খনি প্রকল্প এমপ্লয়িজ পি.এফ. ট্রাস্টটি বিলুপ্ত বলে প্রতীয়মান হয়েছে। বর্তমানে মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড-এর কোন প্রভিডেন্ট ফান্ড থাকলে তা অনতিবিলম্বে কর কমিশনার এর নিকট হতে অনুমোদন গ্রহণ করা আবশ্যক।

৪। এতদ্ প্রেক্ষিতে মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড (এমজিএমসিএল) এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড বিধিমালা-২০১৬ নামে একটি পূর্ণাঙ্গ বিধিমালা প্রণয়নের লক্ষ্যে দপ্তর আদেশের মাধ্যমে ০৭(সাত) সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড ও পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড এবং গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানী লিঃ এর প্রভিডেন্ট ফান্ড বিধিমালা সংগ্রহ করেন এবং সংগৃহীত বিধিমালা সমূহ পর্যালোচনান্তে পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড এর বিধিমালাটি অনুসরণ করে "মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড (এমজিএমসিএল) এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড বিধিমালা-২০১৬" শিরোনামে খসড়া বিধিমালা প্রণয়ন করে প্রতিবেদন দাখিল করে। প্রণয়নকৃত খসড়া বিধিমালার আইনগত কোন প্রতিবন্ধকতা/জটিলতা আছে কিনা, আয়কর আইন-১৯৮৪ অনুযায়ী যথাযথ হয়েছে কিনা ইত্যাদি যাচাইকরণসহ প্রয়োজনীয় পরিবর্তন/পরিবর্ধন/সংযোজন/বিয়োজন/সংশোধন করার জন্য এমজিএমসিএল-এর নিয়োগকৃত কর আইন উপদেষ্টা জনাব মোঃ আবু ইসহাক, দ্যা ইনকাম ট্যাক্স ল' এসোসিয়েটস, বাড়ী নং-১১২/১, ক্যান্টনমেন্ট রোড, ধাপ, রংপুর এর সহিত যোগাযোগ করা হলে তিনি কর কমিশনার কার্যালয়ের পত্রের বরাতে জানান যে, মধ্যপাড়া কঠিন শিলা খনি প্রকল্প এমপ্লয়িজ পি.এফ. ট্রাস্টটি বিলুপ্ত হয়েছে। ফলে আয়কর রিটার্ণ দাখিলের সময় যে সমস্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী বিনিয়োগের ক্ষেত্রে রেয়াত গ্রহণ করেছেন - তা সঠিক হয়নি। তিনি অনতিবিলম্বে "মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড (এমজিএমসিএল) এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড বিধিমালা-২০১৬" টিতে কর কমিশনার এর নিকট হতে অনুমোদন গ্রহণ করার পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, প্রকল্পের প্রভিডেন্ট ফান্ড এর যাবতীয় হিসাব প্রস্তাবিত প্রভিডেন্ট ফান্ডের বিধিতে অন্তর্ভূক্ত করতে হলে পূর্বের যাবতীয় হিসাব বিলুপ্ত করতে হবে। এছাড়া প্রভিডেন্ট ফান্ড বিধিমালা কর কমিশনার, রংপুর হতে অনুমোদনের নিমিত্তে চাহিদাকৃত যে সকল ডকুমেন্ট ও তথ্যাদির আবশ্যকতা রয়েছে, তা দাখিল করতে হবে।

১৮.৩। উপ-বিধি-১৮.২ অনুযায়ী প্রত্যেক সদস্যের ক্ষেত্রে উক্ত অনুদান পূর্ণ টাকায় পরিশোধযোগ্য হইবে।

১৮.৪। কোন সদস্য প্রেষণে থাকাকালীন সময়ে অনুদান উক্ত সদস্যকে প্রেষণে গ্রহণকারী সংস্থার নিকট হইতে কোম্পানি আদায় করিতে না পারিলে প্রেষণে থাকাকালীন সময়ে প্রদানযোগ্য অনুদান ও উহার সুদ কোম্পানি কর্তৃক প্রদেয় হইবে।

১৮.৫। কোম্পানীর অনুদান পাইবার যোগ্য কোন সদস্য কোম্পানীর চাকুরী ত্যাগ করিলে অথবা মৃত্যুবরণ করিলে অথবা চাকুরীচ্যুত হইলে পূর্ব মাসের শেষ তারিখ এবং বর্ণিত ঘটনা ঘটিবার তারিখ এই দুইয়ের মধ্যবর্তী সময়ের অনুদান তাহার হিসাবে জমা প্রদান করা হইবে।

১০। প্রস্তাবিত বিধিমালার উপবিধি-২৭.৪ অনুসারে প্রতি অর্থ বছরের ট্রাষ্টের চুড়ান্ত হিসাব প্রণয়নপূর্বক চাটার্ড একাউন্টেন্ট ফার্মের মাধ্যমে নিরীক্ষা করাতে হবে এবং নিরীক্ষা ফি কোম্পানি কর্তৃক পরিশোযোগ্য হবে। এছাড়া উপবিধি-২৮.৪ মোতাবেক খাতাপত্র ও মনোহারী দ্রব্যের খরচসহ ব্যবস্থাপনার খরচসমূহ কোম্পানি বহন করবে।

আলোচনা ঃ

১১। ব্যবস্থাপনা পরিচালক সভাকে জানায় যে, মধ্যপাড়া কঠিন শিলা খনি প্রকল্প-এর সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানীতে আত্মীকরণ করা হলেও ট্রাষ্টটি অদ্যাবধি মধ্যপাড়া কঠিন শিলা খনি প্রকল্প এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড ট্রাস্ট-১৯৮৮ শিরোনামে বিধি অনুযায়ী পরিচালনা করা হচ্ছে। কর কমিশনার, রংপুর ও কোম্পানির আয়কর উপদেষ্টার মতামত অনুযায়ী যা বিধি সম্মত নয়। "মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড (এমজিএমসিএল) এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড (পি.এফ.) বিধিমালা, ২০১৬" এর শিরোনামে একটি পূর্ণাঙ্গ বিধি প্রণয়ন করা হয়েছে। কর আইন উপদেষ্টার পরামর্শ অনুযায়ী প্রণীত বিধিমালায় যে সব সংশোধন করা হয়েছে তা গ্রহণযোগ্য। প্রণীত বিধিমালাটি অনুমোদন করা যেতে পারে।

১২। আলোচনান্তে পর্ষদ "মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড (এমজিএমসিএল) এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড (পি.এফ.) বিধিমালা, ২০১৬" অনুমোদনের বিষয়ে একমত প্রকাশ করে।

সিদ্ধান্ত ঃ

১৩। (ক) "মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড (এমজিএমসিএল) এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড (পি.এফ.) বিধিমালা, ২০১৬" এর শিরোনামে প্রণীত বিধি ও ডিড অনুমোদন প্রদান করা হল।

(খ) "মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড (এমজিএমসিএল) এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড (পি.এফ.) বিধিমালা, ২০১৬" কর কমিশনার, কর অঞ্চল, রংপুর হতে প্রক্রিয়াকরণের প্রত্যাশা অনুমোদন প্রদান করা হল।

আলোচনার জন্য অন্য কোন বিষয় না থাকায় চেয়ারম্যান সভায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

ইসতিয়াক আহমদ
চেয়ারম্যান

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কর কমিশনারের কার্যালয়
কর অঞ্চল-রংপুর

নথি নং১ই-৩২/এম,জি,এম,সি/২০১৬-২০১৭/

তারিখঃ২২/০৯/২০১৬খ্রিঃ

আদেশ

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর (XXXVI of 1984) THE FIRST SCHEDULE, PART-B, অনুচ্ছেদ (1) অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত শর্ত স্বাপেক্ষে " MADDHAPARA GRANITE MINING COMPANY LIMITED", ই-টিআইএনঃ ৩৯৩৫৩১৬৯০৮২৫ এর কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য গঠিত ভবিষ্য তহবিল " MADDHAPARA GRANITE MINING COMPANY LIMITED EMPLOYEES PROVIDENT FUND" কে এতদ্বারা স্বীকৃতি প্রদান করা হ'ল ঃ

(১) বর্ণিত তফশীল এর অনুচ্ছেদ ৩(ই) অনুযায়ী উক্ত ফান্ডে মাস ভিত্তিক জমার অংক ট্রাষ্টিদের নিকট সংশ্লিষ্ট মাসেই হস্তান্তর করতে হবে ;
(২) আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর বিধি ৪৬ ও ৪৭ অনুযায়ী ভবিষ্য তহবিলের হিসাব সংরক্ষণ করতে হবে এবং উপকর কমিশনারকে নিরীক্ষিত হিসাবের সারপত্র প্রদান করতে হবে ;
(৩) আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর বিধি ৪৯ এর উপ বিধি (২) অনুযায়ী ভবিষ্য তহবিলের অর্থ বিনিয়োগ (Investment) ও জমা (Deposit) করতে হবে ;
(৪) বর্ণিত তফশীল এবং সংশ্লিষ্ট বিধির অপরাপর শর্তাবলী পরিপালন করতে হবে ;
(৫) আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ১ম তফসিল, পার্ট বি-এর প্যারা ৯ এবং ১০ অনুযায়ী দাখিলকৃত রিটার্ণের সাথে অনুমোদিত প্রভিডেন্ট ফান্ডের হিসাব বিবরণী দাখিল করতে হবে।

আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর বিধি ৪৪ অনুযায়ী ভবিষ্য তহবিলের এই স্বীকৃতি ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০১৬ ইং তারিখ হতে কার্যকর বলে গণ্য হবে।

স্বাঃ-২২/০৯/১৬

(মোঃ হারুন-অর-রশীদ)
কর কমিশনার
কর অঞ্চল-রংপুর।

নথি নং-৬/আসা-২৯/ প্রঃ ফাঃ/২০১৫-২০১৬/ ৯১৪(৩)

তারিখঃ ২২/০৯/১৬

অনুলিপি-সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য প্রেরণ করা হল ঃ-

১। পরিদর্শী অতিরিক্ত কর কমিশনার, পরিদর্শী রেঞ্জ-১, রংপুর, কর অঞ্চল-রংপুর।
২। উপকর কমিশনার, সার্কেল-১ (কোম্পানীজ), কর অঞ্চল-রংপুর।
৩। ট্রাষ্টি "MADDHAPARA GRANITE MINING COMPANY LIMITED EMPLOYEES PROVIDENT FUND" ।
৪। জেনারেল ম্যানেজার (অপারেশন), " MADDHAPARA GRANITE MINING COMPANY LIMITED",পার্বতীপুর, দিনাজপুর।

২২/০৯/১৬

নূর-ই-আলম
সহকারী কর কমিশনার
সদর দপ্তর (প্রশাসন), রংপুর
কর অঞ্চল-রংপুর ।
ফোনঃ ০৫২১-৬১৭৭৩।

মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড

(পেট্রোবাংলার একটি কোম্পানী)

মধ্যপাড়া, পার্বতীপুর, দিনাজপুর।

মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড (এমজিএমসিএল)
এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড (পি.এফ) বিধিমালা-২০১৬

১। এই বিধিমালা মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড (এমজিএমসিএল) এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড বিধিমালা নামে অভিহিত হইবে।

২। এই বিধিমালা ১৯-০৯-২০১৬ খ্রিঃ তারিখ হইতে কার্যকর হইবে।

৩। বিষয় অথবা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে এই বিধিমালা ঃ-

(ক) ফান্ড বলিতে মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড বুঝাইবে এবং মধ্যপাড়া কঠিন শিলা খনি প্রকল্পের মেয়াদান্তে উহার যাবতীয় স্থাবর অস্থাবর সম্পদ, দেনা ও লোকবল সহ মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড এ রুপান্তরিত (Transformed) হওয়ায় মধ্যপাড়া কঠিন শিলা খনি প্রকল্প এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড ট্রাষ্ট এর সমুদয় সঞ্চয়/স্থিতিও ইহার অন্তর্ভূক্ত হইবে।

(খ) 'বিধিমালা' বলিতে মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড (এমজিএমসিএল) এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড বিধিমালা-২০১৬ বুঝাইবে।

(গ) 'কোম্পানী' বলিতে মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড-কে বুঝাইবে। যাহার সংক্ষিপ্ত নাম হইবে এমজিএমসিএল।

(ঘ) 'বোর্ড' বলিতে কোম্পানী পরিচালনা পর্ষদ-কে বুঝাইবে।

(ঙ) 'ট্রাষ্টি' বলিতে প্রভিডেন্ট ফান্ড (পি.এফ) ডিড অব ট্রাষ্ট (Deed of Trust) এ যাহা বর্ণিত হইয়াছে তাহাকে বুঝাইবে।

(চ) 'ট্রাষ্টি বোর্ড' বলিতে প্রভিডেন্ট ফান্ড পরিচালনা পর্ষদকে বুঝাইবে।

(ছ) 'সাধারণ সভা' বলিতে অত্র কোম্পানীর সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর সমন্বয়ে যে সভা অনুষ্ঠিত হইবে এবং ইতোপূর্বে যে সব সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহাকেও বুঝাইবে।

(জ) 'এমপ্লয়িজ' বলিতে কোম্পানীর মাসিক বেতনের ভিত্তিতে স্থায়ীভাবে নিয়োজিত বাংলাদেশী কর্মকর্তা ও কর্মচারী-কে বুঝাইবে। তবে কোম্পানীতে প্রেষণে নিয়োজিত কোন কর্মকর্তা এবং কর্মচারী ইহার আওতাভূক্ত হইবে না।

(ঝ) 'সদস্য' বলিতে বিধিমালা অনুযায়ী ফান্ডের সাধারণ সদস্যকে বুঝাইবে এবং মধ্যপাড়া কঠিন শিলা খনি প্রকল্প এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড ট্রাষ্ট- ১৯৮৮ এর সদস্যগণও এর অর্ন্তভূক্ত হইবে।

(ঞ) 'ধারাবাহিক চাকুরী' বলিতে অবিচ্ছিন্নভাবে অবিরত চাকুরী-কে বুঝাইবে এবং অসুস্থতা, দূর্ঘটনা, অনুমোদিত ছুটি অথবা কর্মচারীর দোষে নহে এমন বিচ্ছিন্ন চাকুরীকাল ইহার অন্তর্ভূক্ত হইবে না।

(ট) 'বেতন' বলিতে কোম্পানী কর্তৃক নির্ধারিত মাসিক মূলবেতন বুঝাইবে, যাহার মধ্যে কোন প্রকার ভাতা কিংবা অন্য কোন আর্থিক সুবিধা অন্তর্ভূক্ত হইবে না।

(ঠ) 'সন্তান-সন্ততি' বলিতে কেবলমাত্র বৈধ সন্তান-সন্ততিগণ-কে বুঝাইবে এবং দত্তক সন্তান-সন্ততিগণও ইহার অন্তর্ভূক্ত হইবে।

(ড) এই বিধিমালার ক্ষেত্রে 'পরিবার' বলিতে ঃ-

(১) চাঁদা প্রদানকারী পুরুষ হইলে তাহার স্ত্রী বা স্ত্রীগণ ও তাহার সন্তান-সন্ততিগণ এবং তাহার মৃত পুত্রের বিধবা স্ত্রী বা স্ত্রীগণ ও সন্তান-সন্ততিগণ বুঝাইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, যদি কোন সদস্য প্রমাণ করেন যে, আইনগতভাবে তাহার স্ত্রীর সহিত সম্পর্ক ছেদ হইয়াছে এবং তিনি আলাদাভাবে বসবাস করিতেছেন অথবা তাহার স্ত্রী নিজস্ব সম্প্রদায়ের প্রথা অনুসারে খোরপোষ লাভের অধিকার হারাইয়া থাকিলে তিনি এই বিধির আওতায় পরিবারের সদস্য বলিয়া গণ্য হইবেন না। তবে উক্ত স্ত্রীকে পরিবারভূক্ত করিবার জন্য সদস্য, ট্রাষ্টির নিকট লিখিতভাবে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে উক্ত স্ত্রী এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণের নিমিত্তে সংশ্লিষ্ট চাঁদা প্রদানকারী কর্মচারীর পরিবারভূক্ত বলিয়া গণ্য হইবেন।

(২) চাঁদা প্রদানকারী মহিলা হইলে তাহার স্বামী এবং সন্তান-সন্ততিগণ ও তাহার মৃত পুত্রের বিধবা স্ত্রী বা স্ত্রীগণ ও সন্তান-সন্ততিগণ বুঝাইবে।
তবে শর্ত থাকে যে, কোন মহিলা চাঁদা প্রদানকারী তাহার স্বামীকে এই বিধিমালার কোন ব্যাপারে তাহার পরিবারভূক্ত না করিবার জন্য ট্রাষ্টির নিকট লিখিতভাবে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া থাকিলে পরবর্তিতে উহা রদের জন্য লিখিত ঘোষনা না দেওয়া পর্যন্ত স্বামী সংশ্লিষ্ট চাঁদা প্রদানকারী কর্মচারীর পরিবারভূক্ত বলিয়া গণ্য হইবেন না।

(ঢ) এই বিধিমালার 'কার্যক্রম' বলিতে মধ্যপাড়া কঠিন শিলা খনি প্রকল্প এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড ট্রাষ্ট-১৯৮৮ এর আওতায় গৃহিত সকল কার্যক্রম এবং এই বিধিমিালার আওতায় গৃহিত ও ভবিষ্যতে গৃহীতব্য কার্যক্রমসমূহকে বুঝাইবে।

(ণ) 'নির্ভরশীল' বলিতে একজন মৃত সদস্যের নিম্নোক্ত যে কোন আত্নীয়বর্গকে বুঝাইবে ঃ-
স্ত্রী কিংবা স্ত্রীগণ, স্বামী, পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততিগণ, অপ্রাপ্তবয়স্ক ভাইগণ, অবিবাহিত বোনগণ, মৃত পুত্রের বিধবা স্ত্রীগণ এবং সন্তান-সন্ততিগণ এবং বিধবা অবস্থায় মৃত কন্যার সন্তান-সন্ততিগণ এবং পিতা-মাতা জীবিত না থাকিলে দাদা-দাদী এবং নানা-নানী।

(ত) 'অর্থ বৎসর' বলিতে ১লা জুলাই হইতে পরবর্তী পঞ্জিকা বৎসরের ৩০ জুন পর্যন্ত সময়কালকে বুঝাইবে।

(থ) 'অর্ডিন্যান্স' বলিতে আয়কর অর্ডিন্যান্স ১৯৮৪ এবং এর পরবর্তী সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধনকে বুঝাইবে।

৪। একটি স্বীকৃত প্রভিডেন্ট ফান্ড প্রতিষ্ঠা করাই এই বিধিমালার প্রধান উদ্দেশ্য।

৫। (১) অত্র কোম্পানীর চাকুরী হইতে কোন সদস্য অবসর গ্রহণ করিলে তাহাকে অথবা সদস্যের মৃত্যু ঘটিলে এই বিধিমালা অনুসারে 'প্রদেয় অর্থ' তাহার মনোনীত ব্যক্তিকে/ব্যক্তিবর্গকে অথবা নির্ভরশীল ব্যক্তিগণকে প্রদান করাই এই ফান্ডের উদ্দেশ্য।

(২) তবে কোন কারণে চাকুরীচ্যুতি ঘটিলে তাহার চুড়ান্ত পাওনাদিও পরিশোধের ক্ষেত্রে নিজস্ব জমার সমুদয় অর্থ পাইবেন। কিন্তু কোম্পানীর অংশের অর্থ পরিশোধের ক্ষেত্রে চাকুরীবিধি অনুযায়ী কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত বলিয়া গন্য হইবে।

৬। ফান্ড এবং ইহার নিয়ন্ত্রণের ভার ট্রাষ্টিগণের উপর অর্পিত হইবে। তাহারা মনে করিলে পেশাদার উপদেষ্টা নিয়োগ করিতে পারিবেন।

৭। সদস্য পদ ঃ

(ক) মধ্যপাড়া কঠিন শিলা খনি প্রকল্প এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড ট্রাষ্ট-১৯৮৮ এর আওতাভূক্ত সদস্যগণ যাহারা বর্ণিত প্রকল্পটি কোম্পানীতে রুপান্তরের মাধ্যমে মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড এর এমপ্লয়ি হিসাবে গন্য হইয়াছেন অথবা পরবর্তীতে যাহারা রুপান্তরিত কোম্পানীতে স্থায়ীভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হইয়াছেন তাহারাও মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড-এর এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড বিধিমালা-২০১৬ এর অধীনে সদস্য হিসাবে বিবেচিত হইবেন; অতঃপর-

(খ) কোম্পানীতে কর্মরত সকল পর্যায়ের সার্বক্ষণিক স্থায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারী নির্দিষ্ট ছকে ট্রাষ্টি সদস্য সচিবের নিকট লিখিত আবেদনের ভিত্তিতে উক্ত ফান্ডের সদস্যপদ গ্রহণ করিতে পারিবেন। তবে অস্থায়ী কর্মকর্তা/ কর্মচারী চাকুরী স্থায়ীকরণের আদেশপত্র জারীর এক মাসের মধ্যে আবেদন করিলে চাকুরী স্থায়ীকরণের তারিখ হইতে সদস্যপদ প্রদান করা যাইবে। অন্যথায় ট্রাষ্টি বোর্ডের চেয়ারম্যানের অনুমোদনক্রমে সর্বোচ্চ ৬ (ছয়) মাসের বকেয়া চাঁদা কর্তনসহ সদস্যপদ প্রদান করা যাইবে।

৮। সার্বক্ষণিক এবং স্থায়ীভাবে নিয়োগের পর সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী একটি ঘোষণাপত্র স্বাক্ষর করিবেন (পরিশিষ্ট ছক-১)। অত্র তহবিলে যোগদানকারী সকল সদস্য অত্র বিধির একটি কপি পাওয়ার অধিকারী হইবেন। বর্ণিত ঘোষণাপত্র স্বাক্ষরের সাথে সাথে বলবৎ বিধিমালা সকল সদস্যের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলকভাবে প্রযোজ্য হইবে।

৯। কোম্পানীতে কোন সদস্যের চাকুরীচ্যুতি ঘটিলে সেই ক্ষেত্রে তাহার সদস্যপদ খারিজ হইবে। এইক্ষেত্রে খারিজকৃত সদস্যের অধিকার অত্র বিধি দ্বারা নিরূপিত হইবে। কোন সদস্যকে কোম্পানী কর্তৃক চাকুরী হইতে অপসারণ করা হইলে অথবা তিনি ফান্ডের সদস্য হইতে যে কোন কারণে অবসর গ্রহণ করিবার পর উক্ত সদস্য কোম্পানীর সার্বক্ষণিক চাকুরীতে পুনঃনিয়োগ হইলে অথবা পুনরায় ফান্ডের সদস্য হইলে তাহার পূর্ববর্তী চাকুরীকাল অত্র বিধির আওতায় গণনা করা যাইবে না।

শর্ত থাকে যে, তহবিলের কোন সদস্য সাময়িকভাবে বংলাদেশের বাহিরে কোন চাকুরীতে কোম্পানী কর্তৃক প্রেরিত হইলে বাংলাদেশে তাহার অনুপস্থিতির কারণে সদস্যপদ খারিজ হইবে না এবং উক্ত সদস্য চাঁদা বাবদ যে পরিমান অর্থ ফান্ডে জমা প্রদান করিবেন কোম্পানী সেই পরিমাণ অর্থ তাহার অনুকূলে ফান্ডে প্রদান করিবে। তবে উহা কোনভাবেই উক্ত সদস্য বাংলাদেশে চাকুরীরত থাকিলে প্রাপ্তব্য মূলবেতনের উপর যে হারে তিনি চাঁদা প্রদান করিতেন উহার বেশী হইবে না।

১০। সাধারণ সভা ঃ

১০.১। কোম্পানীর কর্মরত সকল পর্যায়ের স্থায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ যাহারা ট্রাষ্টির সদস্য সচিবের নিকট লিখিত আবেদনের ভিত্তিতে ফান্ডের সদস্যপদ লাভ করিয়াছেন তাহারা সকলেই সাধারণ সভার সদস্য বণিয়া গণ্য হইবেন।

১০.২। ট্রাষ্টি বোর্ডের সভাপতির সহিত আলাপ/পরামর্শ করিয়া সদস্য সচিব সাধারণ সভা ও ট্রাষ্টি বোর্ডের সভা আহবান করিবেন। তবে সভার সিদ্ধান্ত পত্রে সভাপতি স্বাক্ষর প্রদান করিবেন।

১০.৩। ট্রাষ্টির সভাপতি সভায় সভাপতিত্ব করিবেন। কোন কারণে সভাপতি অনুপস্থিত থাকিলে পরবর্তী কোন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা অথবা সদস্য সভায় সভাপতির দায়িত্ব পালন করিবেন।

১০.৪। প্রতি অর্থ বৎসরে ১ (এক) টি করিয়া সাধারণ সভা করা যাইতে পারে। তাহা ছাড়া জরুরী প্রয়োজনে যে কোন সময়ে এই সভা আহবান করা যাইতে পারে। উক্ত সাধারণ সভায় ট্রাষ্টি বোর্ডের সভাপতি সভাপতিত্ব করিবেন এবং সদস্য-সচিব সাধারণ সভা পরিচালনা করিবেন।

১০.৫। সাধারণ সভা অনুষ্ঠান কালে মোট সদস্যের দুই তৃতীয়াংশ সভায় উপস্থিত থাকিলে সভার কোরাম পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

১০.৬। সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত ব্যতিত বিধিমালার কোন ধারা পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংশোধন, বিয়োজন বা অন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না।

১১। ট্রাষ্টি বোর্ড গঠন ও পরিচালনা ঃ

১১.১। প্রভিডেন্ট ফান্ড পরিচালনার জন্য ট্রাষ্টিবোর্ড গঠনের নিমিত্তে কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের প্রাক অনুমোদন গ্রহণ এবং প্রশাসন বিভাগ হইতে এতদ্‌সংক্রান্ত দপ্তর আদেশ জারী আবশ্যক বলিয়া গণ্য হইবে।

১১.২। ট্রাষ্টি বোর্ডের সদস্য সংখ্যা হইবে কমপক্ষে ০৫ (পাঁচ) জন। এক্ষেত্রে ফান্ডের সদস্যদের মধ্যে নিম্নে বর্ণিত পদ সমূহ হইতে কমিটি গঠিত হইবে ঃ-

(ক)	মহাব্যবস্থাপক (অর্থ ও হিসাব/প্রশাসন/অপারেশন/মার্কেটিং)	সভাপতি
(খ)	উপ-মহাব্যবস্থাপক (অর্থ ও হিসাব/ প্রশাসন/অপারেশন/মার্কেটিং)	সদস্য
(গ)	উপ-মহাব্যবস্থাপক (অর্থ ও হিসাব) তবে শর্ত থাকে যে, তাহার অবর্তমানে ব্যবস্থাপক (হিসাব) অথবা ব্যবস্থাপক (অর্থ) এই দায়িত্ব পালন করিবেন।	সদস্য-সচিব
(ঘ)	উপ-ব্যবস্থাপক/সহকারী ব্যাবস্থাপক (অর্থ/হিসাব/প্রশাসন/কারিগরী/মার্কেটিং)	সদস্য
(ঙ)	সিনিয়র কর্মচারী (হিসাব ও অর্থ/সাধারণ/কারিগরী)	সদস্য

১১.৩। সভাপতির পরামর্শক্রমে সদস্য-সচিব ট্রাষ্টি বোর্ডের সভা আহবান করিতে পারিবেন।

১১.৪। ট্রাষ্টিবোর্ডের কোন সদস্য চাকুরী হইতে ইস্তফা প্রদান/বদলী/মৃত্যুবরণ করিলে এ ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ঐ পদটি পূরণের জন্য অবশিষ্ট ৪ (চার) সদস্য কর্তৃক নাম প্রস্তাব করা হইলে প্রশাসন বিভাগ হইতে দপ্তর আদেশ জারীর মাধ্যমে উহা কার্যকর বলিয়া গন্য হইবে।

১১.৫। ট্রাষ্টি বোর্ডের সভার ক্ষেত্রে ০৫(পাঁচ) সদস্যের মধ্যে ন্যূনতম ০৩(তিন) জন সদস্য উপস্থিত থাকিলে সভার কোরাম পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

১১.৬। ট্রাষ্টি বোর্ড গঠন ও পরিবর্তন সংক্রান্ত বিষয়ে সদস্য-সচিব কর্তৃক পূণাঙ্গ প্রস্তাবসহ নথি কোম্পানীর প্রশাসন বিভাগে উপস্থাপন করিতে হইবে।

১২। এই বিধি নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে কার্যকর হইবে না ঃ

১। সরকারী অথবা অন্য কোম্পানী অথবা কর্পোরেশনের কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী যিনি প্রেষণে কোম্পানীতে নিয়োজিত আছেন।

২। শিক্ষানবিস, সাময়িক, মৌসুমী, খন্ডকালীন, মাস্টাররোল অথবা আনুসঙ্গিক খাত হইতে পরিশোধিত ব্যক্তি অথবা চুক্তিভিত্তিক কর্মচারী

১৩। সদস্য-সচিব ঃ

১৩.১ কোম্পানীর হিসাব ও অর্থ বিভাগের উপ-মহাব্যবস্থাপক (অর্থ ও হিসাব) তাহার অবর্তমানে অথবা ব্যবস্থাপক (হিসাব) অথবা ব্যবস্থাপক (অর্থ) পদ মর্যাদার কর্মকর্তা ট্রাষ্টি বোর্ডের সদস্য-সচিব হিসাবে কার্য সম্পাদন করিবেন। তিনি ফান্ড সংক্রান্ত সকল প্রকার হিসাব অথবা বিজ্ঞপ্তি, দলিলপত্রাদি ও চিঠিপত্রাদি ট্রাষ্টি বোর্ডের পক্ষে গ্রহণ ও স্বাক্ষর করিবেন এবং ট্রাষ্টি বোর্ড কর্তৃক ন্যস্ত আইনানুগ কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন। এক্ষেত্রে হিসাব শাখার একজন সহকারী ব্যবস্থাপক পদ মর্যাদার কর্মকর্তা সদস্য-সচিবকে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করিবেন।

১৩.২ কোম্পানীর কর্মকর্তা যেহেতু নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসাবে ফান্ডের সদস্য-সচিবের দায়িত্ব পালন করিবেন বিধায় সদস্য-সচিবকে দায়িত্ব ভাতা হিসাবে প্রতিমাসে কমপক্ষে সাতশত পঞ্চাশ হইতে এক হাজার পাঁচশত টাকা পর্যন্ত প্রদান করা যাইবে। তবে শর্ত থাকে যে, এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের প্রাক অনুমোদন গ্রহন করিতে হইবে।

১৪। নমিনী মনোনয়ন ঃ

১৪.১। ফান্ডে যোগদানকারী একজন ট্রাষ্টি বোর্ডের সদস্য-সচিবের নিকট নির্ধারিত ছকে (পরিশিষ্ট-২) এই মর্মে মনোনয়ন পত্র দাখিল করিবেন যে, তাহার হিসাবে জমাকৃত প্রাপ্য অর্থ প্রাপ্তির পূর্বে তাহার মৃত্যু হইলে মনোনীত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ বা নির্ভরশীল ব্যক্তিবর্গ এই ফান্ডে তাহার অনুকূলে জমাকৃত অর্থ পাইবার অধিকারী হইবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, মনোনয়নকালে সদস্যের যদি কোন পরিবার থাকে তবে তিনি তাহার পরিবারের সদস্যের বাহিরে অন্য কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে মনোনয়ন করিতে পারিবেন না।

১৪.২। যদি কোন সদস্য একাধিক ব্যক্তিকে মনোনীত করেন তবে তিনি প্রত্যেক মনোনীত ব্যক্তির প্রাপ্য অর্থ বা অংশ এমনভাবে নির্দিষ্ট করিয়া দিবেন যাহাতে তাহার হিসাবে জমাকৃত সঞ্চিত অর্থ মনোনীত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে বন্টন করা যায়। অন্যথায় কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

১৪.৩। বোর্ড অব ট্রাষ্টির সদস্য-সচিবের নিকট লিখিত নোটিশ প্রদান করিয়া সদস্য যে কোন সময়ে যে কোন মনোনয়ন বাতিল করিতে পারিবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ নোটিশের সহিত উপবিধি ১৪.১,১৪.২,১৪.৪ ও ১৪.৫ এর বিধানাবলী অনুসারে একটি নতুন মনোনয়ন দাখিল করিতে হইবে।

১৪.৪। মনোনয়ন প্রদানের পর কোন মনোনীত ব্যক্তির মৃত্যু হইলে নতুন মনোনয়ন দাখিল করিতে হইবে। সদস্যের মৃত্যু অব্যবহিত পরে সদস্যের অত্র ফান্ডে জমাকৃত অর্থ মনোনীত সদস্যগণ কর্তৃক উত্তোলনের পূর্বে কোন মনোনীত ব্যক্তির মৃত্যু ঘটিলে অত্র বিধিতে বর্ণিত পরিবারের সংজ্ঞা অনুযায়ী উক্ত মনোনীত ব্যক্তির কোন উত্তরাধিকারী না থাকিলে অপরাপর মনোনীত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গ উক্ত মৃত ব্যক্তির প্রাপ্য অর্থ সমানভাবে প্রাপ্য হইবেন।

১৪.৫। মনোনয়নকালে সদস্যের পরিবার না থাকিলে যে কোন ব্যক্তিকে মনোনীত করিতে পারিবেন। তবে, তিনি (সদস্য) পরিবারভূক্ত হইলে সাথে সাথে তাহার পূর্বের মনোনয়ন বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে এবং সেই ক্ষেত্রে তাহাকে পরিবারের সদস্য/সদস্যবর্গকে অর্ন্তভূক্ত করিয়া নতুন মনোনয়ন দাখিল করিতে হইবে। নতুন মনোনয়ন পত্র দাখিল না করিলে সদস্যের পরিবারভূক্ত ব্যক্তিগণ আইনত প্রাপ্য অংশের জমাকৃত অর্থ পাইবে।

১৪.৬। সদস্য কর্তৃক প্রদত্ত মনোনয়ন অথবা মনোনয়ন বাতিল সংক্রান্ত নোটিশ, বোর্ড অব ট্রাষ্টির সদস্য-সচিব কর্তৃক প্রাপ্তির সাথে সাথে কার্যকর বলিয়া গণ্য হইবে।

১৪.৭। যদি কোন কারণে কোন মৃত সদস্যের মনোনয়ন পত্র নষ্ট বা হারাইয়া যায় সেই ক্ষেত্রে উক্ত মৃত সদস্যের আইনানুগ উত্তরাধিকারী/উত্তরাধিকারীগণ আইনানুযায়ী মৃত সদস্যের হিসাবে জমাকৃত অর্থ প্রাপ্য হইবেন। এই ক্ষেত্রে উত্তরাধিকারী/উত্তরাধিকারীগণকে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে উত্তরাধিকারী প্রমাণপত্র (সার্কসেশন সার্টিফিকেট) ট্রাষ্টি বোর্ডের সদস্য-সচিবের নিকট দাখিল করিতে হইবে।

১৫। সদস্যের হিসাব ঃ

প্রত্যেক সদস্যের নাম সংরক্ষিত পৃথক হিসাবে নিম্নোক্ত খাতে অর্থ জমা হইবে।

(ক) সদস্য কর্তৃক মূলবেতনের ১০% বা সরকার/কোম্পানী কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত হারে প্রদানকৃত চাঁদা।
(খ) মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড কর্তৃক প্রত্যেক কর্মকর্তা/কর্মচারীর অনুকূলে মূলবেতনের ১০% বা সরকার/কোম্পানী কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত হারে প্রদানকৃত অনুদান।
(গ) বিধি ১৯ অনুযায়ী সদস্য কর্তৃক প্রদানকৃত চাঁদার উপর অর্জিত সুদ।
(ঘ) বিধি ১৯ অনুযায়ী মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড কর্তৃক প্রদানকৃত অনুদানের উপর অর্জিত সুদ।

১৬। চাঁদা প্রদানের শর্ত ও হার ঃ

১৬.১। নিম্নোক্ত শর্ত মোতাবেক সদস্যের চাঁদার পরিমাণ নির্ধারিত হইবে।

(ক) মধ্যপাড়া কঠিন শিলা খনি প্রকল্প এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড ট্রাষ্ট-১৯৮৮ এর আওতায় প্রদানকৃত সদস্যগণের চাঁদা, প্রকল্প/কোম্পানীর অনুদান এই বিধির আওতায় প্রদানকৃত চাঁদা/অনুদান হিসাবে বিবেচিত হইবে এবং ফান্ডের রক্ষিত পুঞ্জিভূত সমুদয় স্থিতি আয়কর অধ্যাদেশের প্রথম তফসিল পার্ট- বি প্যারাগ্রাফ ১০(১) অনুযায়ী অনুমোদনাধীন ফান্ডের আওতাভুক্ত হইবে।

(খ) ইহা পূর্ণ টাকায় প্রকাশ করিতে হইবে।

(গ) ইহা মূলবেতনের ১০ শতাংশ হইবে এবং সময়ে সময়ে সরকার/কোম্পানী কর্তৃক নির্ধারিত হার প্রযোজ্য হইবে।

(ঘ) কোম্পানীতে অবসর ভাতা (পেনশন স্কীম) চালু হওয়ার পর কোন সদস্য ইচ্ছা করিলে মূলবেতনের সর্বোচ্চ ১০% অতিরিক্ত চাঁদা তাহার মাসিক বেতন হইতে কর্তন করাইতে পারিবেন। তবে এই চাঁদার অনুকূলে কোম্পানী কোন অনুদান প্রদান করিবে না এবং ইহার বিপরীতে কর্মকর্তা/কর্মচারীকে কোন অগ্রিম প্রদান করা হইবে না। উক্ত চাঁদার উপর শুধুমাত্র অর্জিত সুদ পরিশোধযোগ্য হইবে। সদস্যবৃন্দের অবসর, চাকুরী হইতে অব্যাহতি এবং মৃত্যুজনিত কারণে উক্ত ফান্ডের অর্থ পরিশোধযোগ্য হইবে। বিশেষ ক্ষেত্র হিসাবে কোন সদস্য উক্ত তহবিলের অর্থ গ্রহণ করিতে চাহিলে তাহাকে সুদাসলসহ উহা পরিশোধ করা হইবে। তবে তাহাকে পুনরায় অতিরিক্ত চাঁদা হিসাবে প্রভিডেন্ট ফান্ডে আর অর্থ কর্তনের সুযোগ দেওয়া হইবে না।

১৬.২। ফান্ডের সদস্য হওয়ার শুরু হইতে কোম্পানীর চাকুরী হইতে অবসর/অপসারণের দিন পর্যন্ত অথবা সদস্যের চাকুরী সমাপ্তির দিন পর্যন্ত উক্ত চাঁদা নিয়মমাফিক আবশ্যিকভাবে নিয়মিত সদস্যের বেতন বিল হইতে কর্তন করা হইবে।

১৬.৩। বোর্ড অব ট্রাষ্টি কর্তৃক বিশেষ কোন কারণবশতঃ চাঁদা প্রদানের অব্যাহতি প্রাপ্ত না হইলে, কর্মরত অবস্থায় অথবা ছুটি থাকাকালীন সময়ে (বিনা বেতনে ছুটি ব্যতীত) সকল সদস্য উক্ত ফান্ডে নিয়মিত চাঁদা প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন।

১৬.৪। চাকুরীতে সাময়িক অপসারনকালীন সময়ে তাহার নিকট হইতে চাঁদা আদায় বন্ধ থাকিবে। কিন্তু পরবর্তীতে সাময়িক অপসারণের তারিখ হইতে পূর্ণ বেতন ও ভাতাদিসহ চাকুরীতে পুনরায় বহাল হইবার পর উক্ত সাময়িক অপসারণকালীন সময়ে চাঁদা এককালীন প্রদান করিতে হইবে। পক্ষান্তরে সাময়িক অপসারণকালীন সময়ের জন্য পূর্ণ বেতন ও ভাতাদি প্রদান ব্যতীত পুনর্বহাল হইলে উক্ত সাময়িক অপসারণকালীন সময়ের চাঁদা ফান্ডের ট্রাষ্টি বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত হারে চলতি চাঁদাসহ আদায় হইবে।

১৬.৫। এই বিধি অনুযায়ী কোন সদস্যের ক্ষেত্রে প্রেষণে না থাকা অবস্থায় যে নিয়ম চালু ছিল কোন প্রতিষ্ঠানে প্রেষণে প্রেরিত হইলে পূর্ব নীতির কোন পরিবর্তন হইবে না।

কোম্পানীর কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে প্রেষণে কর্মরত থাকাবস্থায় ফান্ডে নিয়মিত চাঁদা প্রদানের ধারাবাহিকতা বন্ধ থাকিলে ঐ সদস্য মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড-এ পুনঃ প্রেরিত হইলে প্রেষণে থাকাকালীন সময়ের সম্পূর্ণ বকেয়া চাঁদা প্রদান করিতে হইবে এবং প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন।

১৬.৬। প্রভিডেন্ট ফান্ডের চাঁদা মূলবেতনের উপর মাসিক ভিত্তিতে প্রদেয় হইবে এবং চাঁদার পরিমাণ নিকটতম পূর্ণ টাকায় হইবে (পঞ্চাশ ও তদুর্ধ্ব পয়সা পরবর্তী টাকায় পরিণত হইবে)।

১৭। চাঁদা আদায় ঃ

সদস্য কর্তৃক প্রদেয় মাসিক চাঁদা তাহার বেতন হইতে এবং ফান্ড হইতে গ্রহণকৃত ঋণের কিস্তি সুদসহ সদস্যের মাসিক বেতন হইতে কর্তনের ক্ষমতা কোম্পানীর থাকিবে এবং এইরূপভাবে কর্তিত অর্থ সদস্যের একাউন্টে জমা করিবার নিমিত্তে কোম্পানী বোর্ড অব ট্রাষ্টির নিকট প্রদান করিবে।

১৮। মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানী লিমিটেডের অনুদান ঃ

১৮.১। মধ্যপাড়া কঠিন শিলা খনি প্রকল্প এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড ট্রাষ্ট-১৯৮৮ এর আলোকে সদস্যগণের নামে প্রদানকৃত অনুদান এই বিধিমালার আওতায় প্রদান করা হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে।

১৮.২। বিধির ১৬ নং অনুচ্ছেদ অনুসারে ফান্ডের সকল সদস্য কর্তৃক প্রদত্ত মাসিক চাঁদার সমপরিমাণ অর্থ অনুদান হিসাবে কোম্পানী কর্তৃক প্রতি মাসে প্রত্যেক সদস্যের ফান্ড হিসাবে প্রদান করিবে।

শর্ত থাকে যে, কোম্পানীর অনুদানের পরিমাণ সদস্য কর্তৃক সংশ্লিষ্ট মাসে গ্রহণকৃত মূলবেতনের ১০ শতাংশের বেশী হইবে না অথবা এইরুপ কোন হার সময়ে সময়ে কোম্পানী কর্তৃক স্বাভাবিক ও বিশেষ আদেশক্রমে নির্ধারিত হইবে।

১৮.৩। উপ-বিধি ১৮.২ অনুযায়ী প্রত্যেক সদস্যের ক্ষেত্রে উক্ত অনুদান পূর্ণ টাকায় পরিশোধযোগ্য হইবে।

১৮.৪। কোন সদস্য প্রেষণে থাকাকালীন সময়ে অনুদান উক্ত সদস্যকে প্রেষণে গ্রহণকারী সংস্থার নিকট হইতে কোম্পানী আদায় করিতে না পারিলে প্রেষণে থাকাকালীন সময়ে প্রদানযোগ্য অনুদান ও উহার সুদ কোম্পানী কর্তৃক প্রদেয় হইবে।

১৮.৫। কোম্পানীর অনুদান পাইবারযোগ্য কোন সদস্য কোম্পানীর চাকুরী ত্যাগ করিলে অথবা মৃত্যুবরণ করিলে অথবা চাকুরীচ্যুত হইলে পূর্ব মাসের শেষ তারিখ এবং বর্ণিত ঘটনা ঘটিবার তারিখ এই দুইয়ের মধ্যবর্তী সময়ের অনুদান তাহার হিসাবে জমা প্রদান করা হইবে।

১৯। সুদ ঃ

১৯.১। উপ-ধারা ১৯.২ অনুযায়ী প্রত্যেক বৎসরের জন্য বোর্ড অব ট্রাস্টি কর্তৃক নির্ধারিত পন্থায় সুদ সদস্যের হিসাবে জমা করা হইবে।

১৯.২। প্রত্যেক আর্থিক বৎসর শেষে নিম্নে বর্ণিত বিধি অনুযায়ী সুদ জমা করিতে হইবে।

(ক) সদস্যের হিসাবে সঞ্চিত অর্থের উপর অর্জিত সুদ।

(খ) প্রতি চলতি বৎসরে ফান্ডে অর্থ জমা দেওয়ার তারিখ হইতে উক্ত বৎসরের শেষ দিন পর্যন্ত জমাকৃত সম্পূর্ণ অর্থের উপর অর্জিত সুদ সদস্যের হিসাবে জমা হইবে।

(গ) মোট সুদের পরিমাণ নিকটবর্তী পূর্ণ টাকায় রূপান্তরিত হইবে। ৫০ বা তদুর্ধ পয়সাকে পরবর্তী টাকায় গণনা করা হইবে। এখানে শর্ত থাকে যে, সদস্যের হিসাব খাতে জমাকৃত অর্থ সদস্যকে প্রদানযোগ্য হইলে চলতি বৎসরের প্রথম হইতে অথবা জমা করিবার তারিখ হইতে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সদস্যকে অর্থ পরিশোধযোগ্য হইবার তারিখ পর্যন্ত সুদ জমা করা হইবে।

১৯.৩। কোন সদস্য বোর্ড অব ট্রাস্টির নিকট লিখিতভাবে সুদ গ্রহণ না করিবার পক্ষে মত প্রকাশ করিলে তাহার হিসাবে সুদ জমা হইবে না, কিন্তু পরবর্তীতে সুদ গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে যে মাসে ইচ্ছা প্রকাশ করিবেন উহার পরবর্তী মাসের প্রথম দিন হইতে উহা কার্যকর বলিয়া গণ্য হইবে।

২০। **প্রভিডেন্ট ফান্ড হইতে ঋণ প্রদান ঃ**

(ক) নিম্নে বর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে সদস্যের হিসাবে জমাকৃত নিজস্ব চাঁদা হইতে ট্রাষ্টি ঋণ প্রদান করিতে পারিবেন। তবে সেক্ষেত্রে ঋণ গ্রহণকারীর নিজস্ব অংশের ০৩ (তিন) বৎসরের চাঁদা জমা থাকিতে হইবে। চাকুরীকাল ০৩ (তিন) বৎসরের কম হইলে প্রভিডেন্ট ফান্ড ট্রাষ্ট হইতে কোন ঋণ প্রদান করা যাইবে না। চাকুরীকাল ০৩ (তিন) বৎসর অতিক্রান্ত হইলে নিম্নবর্নিত কারণে ঋণ মঞ্জুর/প্রদান করা যাইবে।

(১) আবেদনকারীর নিজের ব্যয়বহুল চিকিৎসা কিংবা তাহার উপর প্রকৃত নির্ভরশীল সন্তানসহ ও পিতা-মাতার চিকিৎসা কিংবা উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্যে বিদেশ ভ্রমনে খরচের জন্য।

(২) আবেদনকারীর নিজের কিংবা তাহার উপর নির্ভরশীল ব্যক্তির অত্যাবশ্যকীয় খরচ যেমন বিয়ে, দাফন- কাফন অথবা যাহা তাহার ধর্মীয় মতে করণীয় অনুষ্ঠানাদির উদ্দেশ্যে খরচ নির্বাহের জন্য।

(৩) বীমার কিস্তি পরিশোধ করিবার জন্য। তবে এই ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহণের এক মাসের মধ্যে পরিশোধকৃত বীমা রশিদ জমা দিতে হইবে।

(খ) বিশেষ কারণ ব্যতীত কোন সদস্যের সুদসহ নিজস্ব জমার ৮০ শতাংশের অধিক ঋণ হিসাবে প্রদান করা যাইবে না।

(গ) বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, হ্যারিকেন অথবা অন্য কোন প্রাকৃতিক দূর্যোগজনিত কারণে বসবাস করিবার গৃহ পুনঃ নির্মাণ/মেরামতকল্পে ঋণ প্রদান করা যাইবে। এই ক্ষেত্রে স্থানীয় ইউনিয়ন/পৌরসভা/উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান/ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত সনদপত্র অবশ্যই দাখিল করিতে হইবে।

(ঘ) উপবিধি ক ও গ এ বর্ণিত ক্ষেত্র ব্যতীত বসবাস করিবার জন্য দালান অথবা বাড়ী তৈরীর জন্য নির্ধারিত স্থান খরিদ করিবার জন্য উক্ত ফান্ড হইতে ঋণ প্রদান করা যাইবে। এই ক্ষেত্রে নিজ, কোম্পানীর অনুদান এবং অর্জিত সুদের স্থিতির উপর সর্বোচ্চ ৮০% ঋণ হিসাবে পরিশোধযোগ্য হইবে। ঋণ গ্রহণের এক মাসের মধ্যে ক্রয়কৃত জমির দলিল বা যে জমির উপর দালান নির্মিত হইয়াছে উক্ত দলিলের অনুলিপি প্রদান করিতে হইবে। ফ্ল্যাট ক্রয়ের ক্ষেত্রেও ইহা প্রযোজ্য হইবে এবং এইরূপ ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহণের এক মাসের মধ্যে ক্রয়ের চুক্তিনামা দলিলের অনুলিপি প্রদান করিতে হইবে। এই ঋণ সর্বোচ্চ ৯০ (নব্বই) কিস্তিতে সুদসহ আদায়যোগ্য হইবে।

২১) **প্রভিডেন্ট ফান্ড হইতে ঋণের উপর সুদসহ ঋণ আদায় ঃ**

২১.১। প্রভিডেন্ট ফান্ড হইতে প্রদানকৃত ঋণের উপর ১০% হারে সুদ আদায় করা হইবে। ঋণ প্রদানের পরবর্তী মাস হইতে সুদ ও আসলের টাকা সমান ৩৬টি কিস্তিতে কর্তন করা হইবে। চলমান ঋণের পরিশোধযোগ্য সুদ ও আসলের টাকা ১৮ কিস্তি পরিশোধ হওয়ার পর অবশিষ্ট অর্থ নগদ পরিশোধপূর্বক নতুন ঋণ প্রদান করা যাবে। সাধারণ সময়ে অর্থাৎ ৩৬ কিস্তিতে অর্থ পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হইলে অতিরিক্ত ১৫% হারে অপরিশোধিত অর্থ সুদ-আসলে ১২ কিস্তিতে পরিশোধ করিতে হইবে।

২১.২। এই কিস্তির সংখ্যা ৩৬ (ছত্রিশ) এর বেশী হইবে না। তবে শুধুমাত্র ২০(ঘ) এর ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৯০ (নব্বই) কিস্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে। প্রতিটি কিস্তি পূর্ণ টাকায় (এক কিস্তির সমান) হইতে হইবে এবং প্রয়োজনীয় কিস্তির নির্ধারণ করিতে কিস্তির অর্থ কম বা বেশী করা যাইবে।

২১.৩। কোন সদস্যের অবসর গ্রহণের সময় ১২ (বার) মাস অবশিষ্ট থাকিলে উক্ত সদস্য নিজস্ব চাঁদা ও নিজস্ব চাঁদার উপর অর্জিত সুদের শতকরা ৮০% ভাগ উত্তোলন করিতে পারিবেন। এখানে উল্লেখ্য যে, উত্তোলিত অর্থের উপর তাহাকে কোন প্রকার সুদ প্রদান বা আদায় করা হইবে না। তবে, বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে এতদ্‌সংক্রান্ত বিষয়ে জারীকৃত সার্কুলার এক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

২১.৪। প্রভিডেন্ট ফান্ডে নিয়মিত চাঁদা কর্তন ছাড়াও গ্রহণকৃত ঋণের অর্থ একত্রে সদস্যের বেতন হইতে বাধ্যতামূলকভাবে কর্তন করা যাইবে।

২১.৫। ঋণ গ্রহণের দ্বিতীয় মাস হইতে ঋণের কিস্তি আদায় করা হইবে। তবে দ্বিতীয় মাসে উক্ত সদস্য বিনা বেতনে ছুটিতে থাকিলে তিনি কর্মে যোগদানের পরবর্তী মাস হইতে উক্ত ঋণ আদায় করা যাইবে।

২১.৬ ঋণ গ্রহণ ও সম্পূর্ণ পরিশোধের মধ্যবর্তী সময়ে প্রতি মাস বা ইহার খন্ড মাসের জন্য বোর্ড অব ট্রাষ্টি কর্তৃক সময় সময়ে নির্ধারিত হারে সুদ আসল একত্রে পরিশোধ করিতে হইবে। এক্ষেত্রে ট্রাষ্টি বোর্ড কর্তৃক ঋণের উপর কর্তনকৃত সুদের হার নির্ধারণ চূড়ান্ত বলিয়া গন্য হইবে।

২১.৭। যে সদস্য তাহার হিসাবে জমাকৃত অর্থের উপর সুদ গ্রহণ করিবেন না তাহার ক্ষেত্রে উক্ত ফান্ড হইতে গ্রহণকৃত ঋণের উপর সুদ আদায়যোগ্য হইবে না।

২১.৮। কোন সদস্য বীমার কিস্তি পরিশোধ করিবার নিমিত্তে ঋণ গ্রহণ করিলে ট্রাষ্টির নিকট ১ (এক) মাসের মধ্যে পরিশোধিত রশিদ দাখিল করিতে হইবে অন্যথায় তাহার নিকট হইতে উক্ত ঋণ এককালীন আদায় করা যাইবে।

২১.৯। ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে বোর্ড অব ট্রাষ্টি একটি সম্পূর্ণ পৃথক নিয়ন্ত্রণযোগ্য হিসাব পরিচালনাসহ ঋণ গ্রহণকারী প্রত্যেক সদস্যের জন্য একটি সাবসিডিয়ারী হিসাব পরিচালনা করিবেন। সদস্যের চাঁদার হিসাবের সহিত কোন প্রকারে উক্ত ঋণের হিসাব মিশ্রিত করা যাইবে না। উক্ত ঋণ খাতে আদায়কৃত সুদ ফান্ডে আয় হিসাবে গণ্য হইবে।

২১.১০ কোন সদস্য ঋণ গ্রহণের আবেদন করিলে উহা ট্রাষ্টি বোর্ডের সদস্য-সচিব ও বোর্ডের অন্য যেকোন দুইজন সদস্যের স্বাক্ষরে অনুমোদিত হইতে হইবে।

২২। বিনিয়োগ ঃ

২২.১। ব্যাংকে জমাকৃত অর্থ ট্রাষ্টি বোর্ডের সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক যে কোন তফসিলী ব্যাংকে স্থায়ী হিসাব খাতে (এফডিআর) অথবা অন্য কোন খাতে বিনিয়োগ করা যাইবে।

২২.২। ব্যাংক ছাড়াও সরকার কর্তৃক যদি কোন আইনগত বাধা না থাকে তবে জাতীয় সঞ্চয়পত্র, প্রতিরক্ষা সঞ্চয়পত্র, বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র, ডাকঘর সঞ্চয়পত্র ইত্যাদি ক্রয়ের মাধ্যমে বিনিয়োগ করা যাইবে।

২২.৩। বিনিয়োগের বিপরীতে প্রাপ্ত নীট সুদ/মুনাফা সদস্যদের মধ্যে আনুপাতিক অংশের ভিত্তিতে বন্টন করা হইবে।

২৩। ব্যাংক ও অন্যান্য হিসাব পরিচালনা ঃ

২৩.১। ট্রাষ্টির ব্যাংক হিসাবসহ বিভিন্ন তফসিলী ব্যাংকে এফডিআরকৃত হিসাব ও যাবতীয় সঞ্চয়পত্র হিসাব সভাপতি ও সদস্য-সচিবের যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হইবে।

২৩.২। ব্যাংক হিসাব সমূহের চেক ও এফডিআর সমূহ সদস্য-সচিবের অধীনে সহকারী ব্যবস্থাপক (হিসাব/অর্থ) পদ মর্যাদার কর্মকর্তা সংরক্ষিত করিবেন এবং তিনি ফান্ডের যাবতীয় হিসাবও সংরক্ষণ করিবেন।

২৪। যে সব ক্ষেত্রে পুঞ্জিভূত অর্থ পরিশোধযোগ্য ঃ

২৪.১। বিধি ৫(১) এর শর্ত সাপেক্ষে ১(এক) জন সদস্যের হিসাবে জমাকৃত অর্থ শুধুমাত্র তাহার মৃত্যুতে অথবা কোম্পানীর চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ বা পদত্যাগ করিলে পরিশোধযোগ্য হইবে। কোম্পানীর চাকুরী হইতে বহিস্কৃত কোন সদস্য চাকুরীতে পুনর্বহাল হইলে বোর্ড অব ট্রাস্টি এই বিধির আওতায় পূর্বে পরিশোধিত অর্থ পুনরায় জমা করিবার দাবী করিলে তাহাকে তাহা পরিশোধ করিতে হইবে। এইরূপ পরিশোধিত নিজস্ব চাঁদা, সুদের অংশ এবং কোম্পানী প্রদত্ত অনুদান ও উহার সুদের অংশ বিধি ১৯ এর আওতায় তাহার হিসাবে জমা হইবে।

২৪.২। যদি কোন সদস্য উন্মাদ হইয়া যান অথবা অন্যরূপ মানসিকভাবে কর্মে অক্ষম হইয়া পড়েন এবং ইহা প্রমাণিত হইয়াছে বলিয়া বোর্ড অব ট্রাষ্টি যদি সন্তুষ্ট হন তাহা হইলে এই প্রবিধান এর আওতায় উক্ত সদস্য যে অর্থ প্রাপ্ত হইবেন উহার কোন অংশ তাহার মনোনীত ব্যক্তি বা পরিবারভূক্ত যে কোন ব্যক্তিকে প্রদান করিতে পারিবে। উক্ত ব্যক্তিকে এইরূপ পরিশোধ একটি উত্তম পরিশোধ বলিয়া বিবেচিত হইবে।

২৪.৩। সদস্যের হিসাবে জমাকৃত অর্থ পরিশোধযোগ্য হইবার পূর্বে অথবা পরিশোধ করিবার পূর্বে সদস্যের মৃত্যু ঘটিলে পরিশোধযোগ্য অর্থ নিম্নরূপভাবে পরিশোধযোগ্য হইবে ঃ

(ক) সদস্য পরিবার রাখিয়া মৃত্যুবরণ করিলে বিধি ১৪ অনুযায়ী তিনি যদি তাহার পরিবারের এক বা একাধিক সদস্যকে মনোনয়ন করিয়া থাকেন তাহা হইলে তাহার সঞ্চিত অর্থ অথবা উহার অংশ বিশেষ মনোনীত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে মনোনয়নে নির্ধারিত আনুপাতিক হারে পরিশোধযোগ্য হইবে।

(খ) যদি কোন সদস্যের নিজের পরিবারের কোন সদস্য বা সদস্যবর্গের নামে মনোনয়ন না থাকে কিংবা তহবিলে তাহার নামে জমাকৃত অর্থের অংশ বিশেষের জন্য মনোনয়ন থাকে এবং বাকী অংশের জন্য তাহার নিজের পরিবারের সদস্য ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের মনোনয়ন না থাকে তাহা হইলে জমাকৃত অর্থের সম্পূর্ণ অংশ কিংবা যে অংশের জন্য মনোনয়ন নাই সেই ক্ষেত্রে যেরূপ প্রযোজ্য উহা পরিবারের নিম্নে বর্ণিত পরিবারের সদস্য/সদস্যবর্গকে কোন অংশ পরিশোধ করা যাইবে না ঃ

১। শারিরীক অথবা মানসিকভাবে জীবিকা নির্বাহের জন্য উর্পাজনে সক্ষম নহে এমন আইনগত সাবালক পুত্র।
২। শারিরীক অথবা মানসিকভাবে জীবিকা নির্বাহের জন্য উর্পাজনে অক্ষম নহে মৃত পুত্রের আইনগত সাবালক পুত্র।
৩। যে কন্যার স্বামী জীবিত আছে কিন্তু স্বামী দ্বারা পরিত্যক্ত এবং ভরণপোষণ হয় এইরূপ কন্যা।
৪। ভরণপোষনের সক্ষমতা সম্পন্ন বিধবা স্ত্রী।
৫। (ক) যে মৃত পুত্রের কন্যাগণ যাহাদের স্বামী জীবিত আছেন কিন্তু স্বামী দ্বারা পরিত্যক্ত বা স্বামী দ্বারা ভরণপোষণ হয় না। আবার শর্ত থাকে যে, মৃত পুত্রের বিধবা স্ত্রী বা স্ত্রীগণ এবং সন্তান-সন্ততিগণ মৃত পুত্র জীবিত অবস্থায় এবং প্রথম প্রবিধানের ১নং অনুচ্ছেদের শর্ত হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত হইলে যে অংশ তিনি প্রাপ্য হইতেন উহা তাহারা সমভাবে প্রাপ্য হইবেন।

(খ) যখন কোন সদস্য পরিবার না রাখিয়া মৃত্যুবরণ করেন তাহা হইলে তহবিলে তাহার হিসাবে সঞ্চিত অর্থ তাহার মনোনীত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের মধ্যে মনোনয়নে উল্লেখিত আনুপাতিক হারে পরিশোধযোগ্য হইবে। যদি কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের নামে অনুরূপ মনোনয়ন না থাকে অথবা যদি উক্ত মনোনয়ন সংশ্লিষ্ট তাহার হিসাবে সঞ্চিত অর্থের কেবলমাত্র কোন নিদিষ্ট অংশের প্রাপ্তির সহিত সম্পর্কযুক্ত হয়, তাহা হইলে মনোনয়নের সহিত সম্পর্কযুক্ত নয় এমন সঞ্চিত সম্পূর্ণ অথবা আংশিক অংশ সদস্যের উপর নির্ভরশীল ব্যক্তি অথবা ব্যক্তিবর্গের মধ্যে অথবা তাহাদের মধ্যে যে কোন একজন অথবা একাধিক ব্যক্তিবর্গকে ট্রাস্টিগণ তাহাদের ইচ্ছানুসারে সঠিক বিবেচিত আনুপাতিক হারে বন্টন করিতে পারিবেন।

২৪.৪। উক্ত সঞ্চিত অর্থ গ্রহণ করিবার যদি কোন স্বত্ত্বাধিকারী না থাকে তবে উক্ত অর্থ সদস্যের আইনগত উত্তরাধিকারীকে পরিশোধ করা হইবে।

২৪.৫। বোর্ড অব ট্রাষ্টি এমন কোন কার্যক্রমে বাধ্য হইবেন না বা স্বীকৃতি দিবেন না যাহা একজন সদস্য অবসর গ্রহণের পূর্বে মৃত্যুবরণ করিলে সঞ্চিত অর্থ পরিশোধে অসুবিধার কারণ হইবে।

২৪.৬। কোন কারণে কর্মকর্তা/কর্মচারী চাকুরীচ্যুত হইলে তাহার চুড়ান্ত পাওনাদি পরিশোধের ক্ষেত্রে নিজস্ব জমাকৃত অংশ প্রদান করা যাইবে। তবে কোম্পানী/প্রতিষ্ঠানের অংশের অর্থ পরিশোধের ক্ষেত্রে চাকুরীবিধি অনুযায়ী কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত বলিয়া গন্য হইবে। যদি চাকুরীচ্যুত কর্তকর্তা/কর্মচারী মনে করেন যে, তাহার প্রতি ন্যায্য বিচার করা হয় নাই অথবা পাওনাদি সঠিকভাবে দেওয়া হয় নাই , সেক্ষেত্রে তিনি আইনের আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিবেন।

২৫। **চূড়ান্ত পাওনাদি পরিশোধ সংক্রান্ত ঃ**

২৫.১। কোন সদস্য নিয়মিতভাবে ৫৯ (উনষাট) বৎসর অথবা সরকার কর্তৃক সময় সময়ে জারীকৃত সার্কুলার অনুযায়ী চাকুরী হইতে চুড়ান্তভাবে অবসর গ্রহণ করেন তাহা হইলে তাহার হিসাবে সঞ্চিত অর্থ হইতে বিধি অনুযায়ী ফান্ড হইতে গ্রহণকৃত ঋণ ও অন্যান্য দায় দেনা কর্তন করিয়া অবশিষ্টাংশ এককালীন পরিশোধযোগ্য হইবে।

২৫.২। কোন কারণে কোন সদস্য চাকুরী হইতে বহিস্কার অথবা পদচ্যুত হইলে উক্ত ফান্ডে তাহার নিজস্ব অংশের সমূদয় অর্থ উত্তোলন করিতে পারিবেন। তাহার চাকুরীকাল যাহাই হোক না কোন এক্ষেত্রে কোম্পানী প্রদত্ত অংশের অর্থ উত্তোলন করিতে পারিবেন না।

২৫.৩। ট্রাষ্টির কোন সদস্য সাফল্যের সহিত চাকুরীকাল অতিক্রম করার পর যদি স্বেচ্ছায় চাকুরী হতে ইস্তফা প্রদান করেন সেক্ষেত্রে নিম্ন বর্ণিত হারে কোম্পানী প্রদত্ত অংশের অর্থ উত্তোলন করিতে পারিবেন ঃ

চাকুরীকাল	কোম্পানী অংশের প্রদেয় হার
কমপক্ষে ২ বৎসর হইতে ৩ বৎসর পর্যন্ত হইলে	২৫%
কমপক্ষে ৩ বৎসর হইতে ৪ বৎসর পর্যন্ত হইলে	৫০%
কমপক্ষে ৪ বৎসর হইতে ৫ বৎসর পর্যন্ত হইলে	৭৫%
কমপক্ষে ৫ বৎসর হইতে ৬ বৎসর পর্যন্ত হইলে	১০০%

এক্ষেত্রে ২ বৎসর এর নিচে হইলে কোম্পানী প্রদত্ত অংশের কোন অর্থ পাইবেন না।

২৫.৪। যখন কোন সদস্যের হিসাবে সঞ্চিত অর্থ পরিশোধযোগ্য হয় সেইক্ষেত্রে কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ এই মর্মে নির্দেশ দিতে পারেন যে, কোম্পানীর নিকট সদস্য কর্তৃক দায়বদ্ধ যে কোন পাওনা সদস্যের হিসাবে কোম্পানীর অনুদান ও তাহার উপর অর্জিত সুদ পর্যন্ত অর্থ সদস্যের সঞ্চিত অর্থ হইতে কর্তন করিতে পারিবে এবং অনুরূপ কর্তনকৃত অর্থ কোম্পানীকে ফেরত প্রদান করিবে।

২৫.৫। উপবিধি ২৫.১ এর আওতায় কর্তনের পর সদস্যের হিসাবে সঞ্চিত অর্থের অবশিষ্টাংশ বাংলাদেশী টাকায় পরিশোধযোগ্য।

২৫.৬। কোম্পানীতে সদস্যের চাকুরী অবসানের তাঁরিখ হইতে ৬০ মাস অতিক্রম করিলে উক্ত সঞ্চিত অর্থের কোন দাবী গ্রাহ্য হইবে না এবং উক্ত সঞ্চিত অর্থ 'ফরফিচার' হইবে এবং 'ল্যাপস এন্ড ফরফিচার' হিসাবে জমা হইবে।

২৫.৭। যদি কোন সদস্যের মৃত্যু হয় অথবা অন্য কোন কারণবশতঃ ফান্ডের সদস্যপদ হারান অথবা অবসর গ্রহণের পূর্বে প্রস্তুতিমূলক ছুটি অথবা চাকুরী হইতে চুড়ান্তভাবে অবসর গ্রহণ করেন তাহা হইলে তাহার হিসাবে সঞ্চিত অর্থ হইতে বিধি অনুযায়ী ফান্ড হইতে গ্রহণকৃত ঋণ ও অন্যান্য দায় দেনা কর্তন করিয়া অবশিষ্টাংশ এককালীন পরিশোধযোগ্য হইবে।

২৫.৮। কোম্পানীতে সদস্যের চাকুরী অবসানের পর ঐ অর্থ বছর পর্যন্ত সুদ অর্জিত হইবে, ইহার পর উক্ত হিসাবে কোন সুদ অর্জিত হইবে না।

২৫.৯। যাহাকে অর্থ প্রদান করিবে তিনি যদি উন্মাদ হন এবং যদি লুনাসী এ্যাক্ট ১৯৯২ এর ধারামতে একজন ব্যবস্থাপক নিয়োগপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন তবে উক্ত অর্থ উন্মাদ ব্যক্তিকে পরিশোধ না করিয়া ঐ ব্যবস্থাপককে পরিশোধ করিতে হইবে।

২৫.১০। যদি কোন ব্যক্তি এই সকল বিধির আওতায় তাহার পাওনা দাবী করিতে ইচ্ছুক হন তবে তাহাকে বোর্ড অব ট্রাষ্টির সদস্য-সচিবের নিকট এই ব্যাপারে একটি লিখিত আবেদন পত্র দাখিল করিতে হইবে।

২৫.১১। কোম্পানীর তিন বৎসর পূর্তির পূর্বে কোন সদস্যের চাকুরীর অবসান ঘটিলে তাহার হিসাবে সঞ্চিত পরিশোধযোগ্য অর্থের মধ্যে সুদসহ কোম্পানীর অনুদানের সম্পূর্ণ অথবা আংশিক অর্থ কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ সরাসরি কর্তন করিয়া 'বাজেয়াপ্ত হিসাবে' স্থানান্তর করিতে পারিবেন। সাধারণভাবে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে অনুরূপ কর্তন হইতে বিরত থাকিবেন ঃ

(ক) কোন সদস্য কোম্পানীকে এই মর্মে সন্তুষ্ট করিতে পারিয়াছেন যে তাহার কর্মে অক্ষমতাজনিত কারণে তাহার চাকুরী অবসর গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে।

(খ) প্রকল্প/কোম্পানীর কাজ ধারাবাহিকভাবে তিন বৎসর চালু থাকিবে এমন প্রত্যাশায় কোন সদস্য চাকুরীতে যোগদানের পর অচিন্তনীয়ভাবে নির্ধারিত সময়ের পূর্বে কাজ সম্পন্ন হইলে অথবা উক্ত সময়ের মধ্যে প্রকল্প/কোম্পানীটি পরিত্যক্ত হইলে।

২৬। বাজেয়াপ্ত করণ অর্থ ব্যবহার ঃ

এই বিধিমালার বিধি ২৫ এর অনুচ্ছেদ ২৫.১১ অনুযায়ী যদি কোন সদস্যের সঞ্চিত অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং উক্ত অর্থ সদস্য অথবা সদস্যের বা কোম্পানীকে প্রদানযোগ্য না হয় সেই ক্ষেত্রে উক্ত অর্থ একটি পৃথক হিসাবে স্থানান্তর করা হইবে যাহা ল্যাপস এন্ড ফরফিচার হিসাব (বাজেয়াপ্ত হিসাব) নামে অভিহিত হইবে এবং ফান্ড হইতে বিনিয়োগকৃত অর্থের কোন প্রকার লোকসান অথবা অপচয় মিটানোর জন্য ট্রাস্টি বোর্ড উক্ত অর্থ সংরক্ষিত ফান্ড হিসাবে ব্যবহার অথবা প্রয়োগ করিতে পারিবে। ফান্ড পরিচালনায় সম্ভাব্য লোকসান মিটাইবার পর যদি কোন অর্থ উদ্বৃত্ত থাকে উহা ট্রাষ্টি বোর্ডের ইচ্ছানুসারে প্রত্যেক সদস্যের মধ্যে সুদ বন্টনের তারিখে প্রত্যেক সদস্যের হিসাবে সঞ্চিত অর্থের উপর আনুপাতিক হারে বন্টন করিয়া সদস্যের হিসাবে জমা করা হইবে অথবা সমুদয় টাকা আনুপাতিক হারে প্রত্যেক সদস্যের হিসাবে জমা করা হইবে।

২৭। হিসাব ঃ

২৭.১। ট্রাষ্টিগণ কোম্পানীর প্রধান কার্যালয়ে হিসাবের প্রয়োজনীয় খাতাপত্র সংরক্ষণ করিবেন এবং তাহাদের হেফাজতে জমাকৃত অর্থ নিষ্পত্তি করিবেন এবং প্রত্যেক সদস্যের নামে পৃথক পৃথক হিসাব সংরক্ষণ করিবেন।

২৭.২। বিধি ১৬ এর আওতায় প্রত্যেক সদস্য কর্তৃক প্রদানকৃত চাঁদা পরিশোধের সঙ্গে সঙ্গে তহবিলের হিসাবের খাতায় জমা করিতে হইবে এবং ইহা সদস্যের নামের হিসাবে জমা হইবে। উক্ত হিসাবটি 'মেম্বার সাবসক্রিপশন একাউন্ট' নামে আখ্যায়িত হইবে। বিধি ১৬ অনুযায়ী যে অর্থ কোম্পানী কর্তৃক প্রদত্ত হইবে তাহা পরিশোধের সাথে সাথে ফান্ডের হিসাব বহিতে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে এবং ইহা কোম্পানীর অনুদান হিসাবে সংশ্লিষ্ট সদস্যের নামে আলাদা হিসাবে জমা করিতে হইবে। এইরূপ আলাদা হিসাবটি 'কোম্পানীজ কনট্রিবিউশন একাউন্ট' নামে আখ্যায়িত হইবে।

২৭.৩। বিনিয়োগের উপর প্রাপ্ত ও অর্জিত সুদ ফান্ডে প্রদত্ত যে কোন দান বা অর্থ এবং হিসাবে আনয়নযোগ্য অন্যান্য অর্থ (যদি থাকে) যাহা ৩০ শে জুন তারিখে সদস্যের মধ্যে বন্টনযোগ্য হইবে উহা হিসাবে অন্তর্ভূক্ত করিয়া প্রত্যেক বৎসরে ৩০ শে জুনের পর যথাশীঘ্র ট্রাষ্টিগণ একটি উদ্ধৃত্তপত্র এবং আয়-ব্যয় হিসাব প্রস্তুত করিবে। সদস্য চাদা ও কোম্পানী প্রদত্ত চাদা হইতে সঞ্চিত অর্থের উপর প্রতি বছরে শতকরা হার নির্ধারণ হইবে যাহার মাধ্যমে প্রকৃত আয় প্রত্যেক সদস্যের হিসাবে জমা করা যায়। কোন সদস্য আয় নিরূপণের পূর্বে সদস্যপদ হারাইলে কি পরিমাণ সুদ এইরূপ সদস্যের হিসাবে মঞ্জুর করা হইবে তাহা ট্রাস্টিগণ নির্ধারণ করিবেন এবং এইরূপ জমাকৃত অর্থ যাহা তাহার হিসাবে জমা করা হইয়াছে উহা সকল বিধির জন্য গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

২৭.৪ প্রতি বছরের হিসাব চূড়ান্ত করিবার পর চার্টাড একাউন্টেন্ড কর্তৃক নিরীক্ষাপূর্বক চূড়ান্ত বহি প্রস্তুত করিতে হইবে এবং নিরীক্ষার ফিস কোম্পানী কর্তৃক পরিশোধ হইবে।

২৮। সদস্যের হিসাব বন্ধ ঃ

(ক) সদস্যের মৃত্যুর পরদিন হইতে,

(খ) কোম্পানীর চাকুরী হইতে ইস্তফা প্রদান/অবসর গ্রহণ অথবা বহিস্কার/অপসারণের দিন হইতে,

২৮.১। যখন সদস্যের হিসাব বন্ধ হইয়া যাইবে তখন সেই সদস্য ইস্তফা প্রদান/অবসর গ্রহণ অথবা চাকুরী হইতে বহিস্কার/অপসারিত হইবার পূর্ববতী মাসের শেষ দিন হইতে তাহার হিসাব বন্ধ হইবার দিন পর্যন্ত সময়কালের সুদ ও কোম্পানীর প্রদত্ত চাঁদা যাহা ট্রাস্টিগণ প্রদানের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন এইরূপ অর্থ তাহার হিসাবে জমা করা হইবে।

২৮.২। যে তারিখে সদস্যের হিসাব বন্ধ হইয়া যাইবে সেই তারিখের পর হইতে কোন সময়কালের জন্যই কোম্পানী প্রদত্ত চাঁদা তাহার হিসাবে জমা হইবে না।

২৮.৩। ফান্ডের হিসাব বাৎসরিক ভিত্তিতে কোম্পানী দ্বারা নিয়োজিত নিরীক্ষক কর্তৃক পরীক্ষা ও নিরীক্ষা করা হইবে।

২৮.৪। ফান্ডের নিরীক্ষা ফি, খাতাপত্র ও মনোহারী দ্রব্যের খরচসহ ব্যবস্থাপনার খরচসমূহ কোম্পানী বহন করিবে।

২৮.৫। কোম্পানী যে পদ্ধতিতে উহার হিসাব তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে সেই একই পদ্ধতিতে তহবিলের হিসাব নিয়ন্ত্রিত হইবে।

২৮.৬। বৎসরের শেষ দিন অতিক্রম হওয়ার পর যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি ট্রাস্টিগণ সদস্যের হিসাব বৎসরের প্রারম্ভিক স্থিতি, সংশ্লিষ্ট বৎসরে কর্তনকৃত মোট অর্থের পরিমাণ, বৎসরের শেষে জমাকৃত সুদ এবং বৎসরের শেষ স্থিতি উল্লেখপূর্বক সদস্যের নিকট তাহার পাশ বহি অথবা হিসাবের একটি বিবরণী প্রেরণ করিবেন।

২৮.৭। সদস্যগণ তাহাদের পাশবহি হিসাবের বিবরণীর সঠিকতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হইবেন এবং কোন প্রকার ভূল ত্রুটি পরিলক্ষিত হইলে তাহা পাশবহি বা বিবরণী পাওয়ার এক মাসের মধ্যে ট্রাস্টিগণকে নোটিশের মাধ্যমে অবহিত করিবেন।

২৯। **ফান্ড বন্ধ ঃ**

২৯.১। ট্রাষ্টিগণ যে কোন সময়ে কোম্পানীর সম্মতিক্রমে এবং কোম্পানী কর্তৃক নির্দেশিত হইলে প্রত্যেক সদস্যের নিকট ব্যক্তিগতভাবে লিখিতভাবে কমপক্ষে ৬ মাসের নোটিশে অথবা তাহার শেষ ঠিকানায় রেজিষ্ট্রিযোগে প্রেরিত অনুরূপ নোটিশ অথবা কোম্পানীর অফিসের বিশিষ্ট স্থানে লিখিত নোটিশের মাধ্যমে ফান্ড বন্ধ করিয়া দিতে পারিবেন।

২৯.২। ফান্ড বন্ধ হইয়া যাওয়ার পর সম্পদ আহরণ, বন্ধকরণ এবং বিতরণ সংক্রান্ত সকল খরচ মিটাইয়া ফান্ড বন্ধ হওয়ার প্রাক্কালে সদস্যের হিসাবে যে রূপ অর্থ সঞ্চিত থাকিবে তাহার ভিত্তিতে উদ্বৃত্ত অর্থ বন্টনের মাধ্যমে পরিশোধযোগ্য।

২৯.৩। তৎকালীন প্রচলিত ফান্ড বিধি অনুযায়ী সদস্যের হিসাব চুড়ান্তভাবে বন্ধ হইয়া যাওয়ার পর এই ফান্ড বিলুপ্ত হইয়া যাইবে এবং সম্পদ বিতরণ ও ফান্ড বন্ধকরণ সম্পর্কিত কোন অধিকার শিরোনাম বা কোন ক্ষমতা প্রযোগ নির্ধারণ ব্যতীত অন্য কোন কাজে এই বিধির কোন কার্যকারিতা থাকিবে না।

২৯.৪। কোন ব্যক্তি ইতোমধ্যে উক্ত ফান্ডের সদস্য না হইয়া থাকিলে উল্লেখিত নোটিশ জারীর পর তাহাকে সদস্য হিসাবে গণ্য করা যাইবে।

২৯.৫। স্বেচ্ছায় কিংবা বাধ্যতামূলকভাবে কোম্পানী অবলুপ্ত হইলে ফান্ড স্বাভাবিকভাবে বাতিল হইয়া যাইবে এবং ট্রাষ্টিগণ পরবর্তীকালে তহবিল বন্ধ করিয়া দিবেন এবং বর্ণিত বিধির প্রথা অনুযায়ী ইহার সম্পদ বিতরণ করা যাইবে।

৩০। **হিসাব রক্ষণ পদ্ধতি ঃ**

কোম্পানীর হিসাব ও অর্থ বিভাগের উপ-মহাব্যবস্থাপক (অর্থ ও হিসাব) অথবা তাহার অবর্তমানে ব্যবস্থাপক (হিসাব) অথবা, ব্যবস্থাপক (অর্থ) পদ মর্যাদার কর্মকর্তা এই ট্রাস্টির সদস্য-সচিব হইবেন এবং তাহার মাধ্যমে ট্রাস্টির যাবতীয় হিসাব সংরক্ষিত হইবে। এই কাজে ট্রাস্টির সদস্যগণসহ হিসাব বিভাগের সহকারী ব্যবস্থাপক পদ মর্যাদার একজন কর্মকর্তা সার্বিকভাবে সদস্য-সচিবকে সহযোগিতা প্রদান করিবেন।

৩১। **সংশোধনী ক্ষমতা ঃ**

এই বিধিমালার কোন ধারা সংশোধন/বিয়োজন/পরিবর্তন/পরিবর্ধন/সংযোজন করার প্রয়োজন হইলে কোম্পানী প্রধানের মাধ্যমে ট্রাষ্টি বোর্ড একটি কমিটি গঠন পূর্বক সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন। যাহা পরবর্তীতে মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড (এমজিএমসিএল) এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড এর সাধারণ সভা আহবান করিয়া এতদ্‌বিষয়ে অনুমোদন গ্রহণপূর্বক সংশোধিত ধারাসমূহের জন্য সংশ্লিষ্ট অধিক্ষেত্রভুক্ত কর কমিশনারের অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড

(পেট্রোবাংলার একটি কোম্পানী)

মধ্যপাড়া, পার্বতীপুর, দিনাজপুর।

প্রতি
সদস্য-সচিব
পিএফ ট্রাস্টি বোর্ড
মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড
মধ্যপাড়া, দিনাজপুর।

বিষয় ঃ প্রভিডেন্ট ফান্ডের সদস্য পদ সংক্রান্ত।

মহোদয়,

মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানী লিমিটেডের প্রশাসন বিভাগ হইতে জারীকৃত পত্র নং---------- তারিখ ঃ ---------- এর মাধ্যমে ---------- তারিখ হইতে কোম্পানীতে আমার চাকুরী স্থায়ীকরণ করা হইয়াছে। এমতাবস্থায়, কোম্পানীতে প্রচলিত বিধি মোতাবেক আমি ''মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড'' এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড এর সদস্য হইতে আগ্রহী।

আমি এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে, আমি অত্র ফান্ডের বিধিমালা পাঠ করিয়াছি এবং এই সকল বিধান ও সময়ে সময়ে উহার পরিবর্তন ও পরিবর্ধনসমূহ মানিয়া চলিতে সম্মত আছি। আমাকে সদস্য পদ প্রদানের ক্ষেত্রে অত্র ফান্ডের ট্রাষ্টি বোর্ড কর্তৃক আরোপিত যে কোন শর্ত/সিদ্ধান্ত মানিয়া চলিতে সম্মতি জ্ঞাপন করিতেছি। আমাকে প্রভিডেন্ট ফান্ডের একজন সদস্য হিসাবে অন্তর্ভূক্ত করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি।

পূর্ণ নাম ঃ

পদবী ঃ

কর্মস্থল ঃ

আবেদনকারীর স্বাক্ষর | সুপারিশকারী | বিভাগীয় প্রধান

মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড

(পেট্রোবাংলার একটি কোম্পানী)

মধ্যপাড়া, পার্বতীপুর, দিনাজপুর।

প্রতি

সদস্য-সচিব
পিএফ ট্রাষ্টি বোর্ড
মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড
মধ্যপাড়া, দিনাজপুর।

তারিখ ঃ - ২০১৬

বিষয় ঃ প্রভিডেন্ট ফান্ড হিসেবে জমাকৃত অর্থ গ্রহণের মনোনয়ন প্রসঙ্গে।

মহোদয়,

অত্র কোম্পানীতে চাকুরীরত থাকা অবস্থায় যদি আমার মৃত্যু হয় তাহা হইলে নিম্নে বর্ণিত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গকে প্রভিডেন্ট ফান্ড হিসাবে আমার জমাকৃত অর্থ গ্রহণের জন্য মনোনয়ন করিলাম।

প্রভিডেন্ট ফান্ড তহবিল হিসাব নং এমজিএমসিএল পিএফ ----------

ক্রমিক নং	মনোনীত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের পূণাঙ্গ নাম ও ঠিকানা	মনোনীত ব্যক্তির পিতা/স্বামীর নাম	মনোনীত ব্যক্তির বয়স (ঘোষণার তারিখে)	কর্মকর্তা/কর্মচারীর সাথে সর্ম্পক	হার	অপ্রাপ্ত বয়স্ক মনোনীত ব্যক্তির পক্ষে টাকা গ্রহণকারীর নাম ও ঠিকানা

স্বাক্ষীর নাম ঃ

নাম ঃ

পদবী ঃ

শাখা/বিভাগ ঃ

তারিখ ঃ

প্রতি স্বাক্ষর ঃ

শাখা প্রধান ঃ

তারিখ ঃ

বিভাগীয় প্রধান ঃ

তারিখ ঃ

কর্মকর্তা/কর্মচারীর স্বাক্ষর ঃ

নাম ঃ

পদবী ঃ

শাখা/বিভাগ ঃ

তারিখ ঃ

বিভাগীয় প্রধান

সদস্য-সচিব, পিএফ ট্রাষ্টি বোর্ডের স্বাক্ষর

দ্রষ্টব্য ঃ

১) যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে মনোনয়ন পত্র ০৪ (চার) কপি দাখিল করিতে হইবে। ০১ (এক) কপি প্রশাসন বিভাগে রক্ষিত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীর ব্যক্তিগত নথিতে সংরক্ষিত হইবে। অপর ০৩ (তিন) কপির মধ্যে ০২ (দুই) কপি যথাক্রমে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় শাখা প্রধানের কার্যালয় এবং অর্থ বিভাগ/শাখায় রক্ষিত হইবে। অপর কপি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারী নিজে সংরক্ষণ করিবেন।

২) সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারী মনোনয়ন পত্রের প্রতিটি ছক যথাযথ পরিস্কারভাবে পূরণ করিয়া দাখিল করিবেন।

৩) মনোনয়ন ঘোষণায় পরিবর্তন করিতে হইলে নতুনভাবে মনোনয়ন পত্র দাখিল করিতে হইবে। সেইক্ষেত্রে পূর্বের মনোনয়ন পত্র বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।